তারিখ ... 27 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে হল আন্দোলনকারী জবি শিক্ষার্থীদের সংহতি সমাবেশ —সংবাদ

হলের দাবিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে

জবি শিক্ষার্থীদের সংহতি সমাবেশে ১১ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের একাত্মতা

- ফের ধর্মঘটের ডাক

প্রতিনিধি, জবি

সারি সারি দালানকোটা জেলখানায়ও থাকে/ সারি সারি দালানকোটা বিশ্ববিদ্যালয়েও থাকে/ একটিতে বন্দী করে/ অন্যটিতে মুক্ত করে। গতকাল বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীদের হলের দাবিতে সংহতি সমাবেশে এ কথা বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ড. রোবায়েত ফেরদৌস। ঢাবিসহ দেশের ১১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বুদ্ধিজীবী, লেখক, বিচারপতি এবং সাংবাদিকরা এ সমাবেশে একাত্মতা ঘোষণা করেন। সংহতি সমাবেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দশ হাজার শিক্ষার্থীর সমাগম ঘটে। এদিকে রোববার ও সোমবার ফের ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

বিকেল ৩টার দিকে শহীদ মিনার চত্বরে জড়ো হতে থাকেন হাজার হাজার শিক্ষার্থী। হলের দাবিতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্লাকার্ড, ব্যানার নিয়ে মিছিল সহকারে আসেন। শিক্ষার্থীর মিছিলে মুখরিত হয়ে যায় শহীদ মিনার চত্বর। জবির বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি), শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি), সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক); নর্থসাউথ **হলের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২**

হলের : দাবিতে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় (এনএসইউ), সিটি ইউনিভার্সিটি এবং কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সংহতি সমাবেশে একাত্মতা পোষণ করেন।

ঢাবি শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে একাত্মতা পোষণ করে মাহফুজুর রহমান বলেন, ঢাবির শিক্ষার্থীদের যেমন হলে থাকার অধিকার আছে জবি শিক্ষার্থীদেরও তেমনি হলে থাকার অধিকার আছে।

সংহতি সমাবেশে একাত্মতা পোষণ করে ব্যারিস্টার দেবব্রত চৌধুরী বলেন, শিক্ষার্থীরা প্রতিবছর ৬ কোটি টাকা মেস ভাড়া দিচ্ছেন। গত ১১ বছরে ৭০ কোটি টাকার বেশি বাড়ির মালিকদের দিয়েছেন। প্রতিবছর ৪ কোটি টাকা উন্নয়ন ফি দিচ্ছেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষার্থীদের কোন সুবিধা দিচ্ছে না। জবির শিক্ষার্থীরা কেরানীগঞ্জে কেন যাবে? প্রশ্ন করে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় কারাগারে জবি শিক্ষার্থীদের হলের দাবি সম্পূর্ণ যৌক্তিক। এ আন্দোলনকে প্রতিহত করতে বিভিন্ন বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে।

ইমরান এইচ সরকার বলেন, সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের জবির হল আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানো উচিত এবং দ্রুত শিক্ষার্থীদের হলের দাবি সরকারের মেনে নেয়া উচিত। জবি শিক্ষার্থীরা যেভাবে আন্দোলন করছে এত সুন্দর, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন কোথাও হয়নি।

ঢাবির সাবেক শিক্ষার্থী ও নটরডেম কলেজের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক ড. রাশেদা বলেন, শিক্ষার্থীরা আজ গুলি খাচ্ছে, আহত হচ্ছে এ দায় কে নেবে? যে ব্যক্তি দাবি আদায়ের জন্য ছাত্রত্ব হারিয়েছেন, জেল খেটেছেন সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা আজ দেশ সেবায় নিয়োজিত আছেন। তার উচিত জবি শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণ করে দেয়া।

প্রধানমন্ত্রীসহ যারা সরকারের উচ্চমহলে আছেন তারা যদি নিজেদের ক্ষমতায় আছেন মনে না করে দেশ সেবায় নিয়োজিত আছেন মনে করতেন তাহলে শিক্ষার্থীদের আর আন্দোলন করার প্রয়োজন হত না। গত ২২ আগস্ট পুলিশের হামলায় আহত জবি শিক্ষার্থী মিঠুন বলেন, আমি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি এই কি আমার দোষ। আমাকে কেন গুলি খেতে হলো। আপনারা আমার রক্ত বৃথা যেতে দিবেন। এ সময় তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, মমতাময়ী মা, আপনি কি দেখছেন না আমরা আজ গুলি খাচ্ছি, আহত হচ্ছি? জবি শিক্ষার্থী মহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

রোববার-সোমবার ছাত্র ধর্মঘট : হলের দাবিতে আগামী রোববার এবং সোমবার ছাত্র ধর্মঘট পালনের ঘোষণা দিয়েছেন জবি শিক্ষার্থীরা। সংহতি সমাবেশ শেষে সংবাদ সম্মেলনে জবি শিক্ষার্থীদের পক্ষে লোক প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী মহিদুল ইসলাম বলেন, শনিবারের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে কোন স্পষ্ট ঘোষণা না আসলে রোববার ও সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাস-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। কোন প্রশাসনিক কার্যক্রম চলবে না। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মাধ্যমে হলের দাবি জানাবেন। রায়সাহেব বাজার এবং তাঁতীবাজারে অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন শিক্ষার্থীরা। এ দুই দিনের মধ্যে কোন ঘোষণা না আসলে মঙ্গলবার থেকে হরতালের মতো কঠোর কর্মসূচি পালন করবেন শিক্ষার্থীরা।